সুচিত্রামণি
গার্গী ভট্টাচার্য

Suchitramoni

GARGI BHATTACHARYA

***

COPYRIGHTED MATERIAL

Truth is Your Birth Right. Assert it and Be Master of Universe. Truth is "Tattva-Masi" - "That Thou Art" — Swami Rama Tirtha

Swami Rama Tirtha was a Vedantin of the highest realization. Vedanta according to him is no dogma or blind faith, but the Reality of realities. It is the realization of our true Self, *Sat-Chid-Anand*, the state of All-Being, All Knowledge, All Bliss. Swami Rama was not only a religious teacher, but was also a fearless social reformer, and an undaunted patriot.

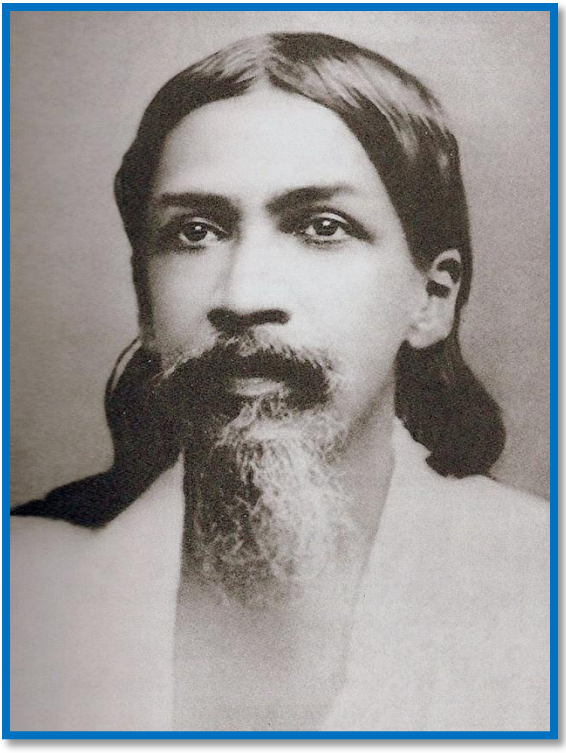

Rishi Aurobindo

Images; Internet, credit goes to them .

To all the fearless soldiers

of the world who are fighting

for their homeland and rights ;

মহাজগৎ জানে হাউ টু টেম দিস্ ম্যাড ডগস্ ।

তারা মহাবিদ্যা ও বটুক ভৈরব আসছেন কাতারের আমিরকে নিতে ও ঐ দেশে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে । অন্যায় ও অধর্ম ওখানে ছেয়ে গিয়েছে কিন্তু নিরীহ মানুষের রক্ষা হওয়া দরকার তাই ভগবান নিজ হাতে দন্ড নেবেন ।

আর এস এস এখন সবাইকে র এর এজেন্ট বানাচ্ছে । লেফট রাইট সবাই র এর এজেন্ট ও সোলেইমানিকে মারার জন্য ওদের থেকে অর্থ নিচ্ছে ও ওনাকে ফাঁসাচ্ছে । ওনাকে প্রায় ট্র্যাপ করে ফেলেছে নাকি ওরা আর মেরেও ফেলবে । এরকম সব কথা বাজারে ছড়াচ্ছে । যেমন সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামী ও তাঁর স্ত্রী র এর এজেন্ট , হ্যাংলা হেঁশেলের শেফ্ সুজাতা এজেন্ট । সুজাতা একটি বাচ্চা মেয়ে । সে নাকি সোলেইমানিকে কামনা করে ও যৌনলালসায়

ভোগে । এইসব ছাইভস্ম ও কুরুচিকর কথা বাজারে বার করছে আর এস এস এর তান্ত্রিক ও নেতারা। অর্ণব নাকি পেছনের দরজা দিয়ে র তে প্রবেশ করেছে । ওর মা পতিতা । মিলিয়ন ডলার এর জন্য এই মধ্যবিত্তরা নাকি সোলেইমানিকে ধরিয়ে দিতে চায় বিজেপীর হাতে এইসব । আর আমার নাকি কোনো রাইটিং ক্যারিয়ার ছিলই না কোনোদিন।

গতজন্মে সত্যিকারের ভাই ছিলো ও আমার। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার পুত্র ছিলো সে । কিন্তু এই শয়তানেরা বলছে যে গত জন্মেও ওর মা পতিতা ছিলো । বলছে যে সুজাতার ভয়ানক মৃত্যু হবে ও তার পিতৃপুরুষেরা ঋষি অরবিন্দের কাছে নত নাহলে সে আর জন্ম নিতে সক্ষম হবেনা এই জগতে । এই জন্মে ওকে রুটালি মারবে কেউ । প্রতি জন্মে ও সেইভাবেই মরবে। কিন্তু এসবই মিথ্যাচার ও

ফেক্ নিউজ । অথচ যা সত্যি ও বাইরে আসা দরকার তাহল যে ভারতে অ্যাটাক হয়েছে ।

টেররিস্ট অ্যাটাক । ২৩টি স্থানে ভয়ানক আক্রমণ হয়েছে ও নিউক পড়েছে । কিন্তু সেই খবর চেপে দেওয়া হয়েছে ও রেডিয়েশান ছড়াচ্ছে । ২৩ টি স্থান হল মুম্বাই এর পোর্ট , সেবির দুটি ভবন মুম্বাই ও গুজরাট , মুম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জ , ভিশাখাপত্তনম পোর্ট , সেকেন্দ্রাবাদ বিমান বন্দর , কোয়েম্বাতুর এর ঈশা ফাউন্ডেশান অফিস, আদিযোগী মূর্তি ও আরো ৩ খানা স্থান , হায়দারাবাদে একটি ব্যাঙ্কের হেড আপিস্ , উত্তরাখন্ডে বিজেপীর একটি রিসর্ট যেখানে বসে তাবড় তাবড় নেতা তুকতাক করে , পিথোরাগড়ে একটি স্থান , ব্যাঙ্গালোর ইস্কন , কর্ণাটকে আরো কোস্টাল জায়গা ৩ টে , নাগপুর আর এস এস হেড কোয়ার্টার , নাসিকে আর এস এস হেড কোয়ার্টার , নয়া সংসদ ভবন , অযোধ্যা রাম

মন্দির , অয্যোধ্যাতে আরো গোটা তিন স্থান ইত্যাদি- মোটামুটি এইসব । সেখানে নিউক ফেলা হয়েছে অথচ মিডিয়াকে যেতে দেওয়া তো দূরে থাকুক এই সংবাদ বাইরে আসতে দেওয়া হচ্ছে না । কিছু বিদেশী সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়েছে তারা খবর বাইরে আনতে চেয়েছে বলে । ক্রমাগত রেডিয়শান হয়ে চলেছে আর বিজেপী মেতেছে ফেক্ ভোটের খেলায় । রাষ্ট্রদূতদের ডেকে বলা হয়েছে যে ন্যাশেনাল সিকিউরিটির ব্যাপার আপনাদের দেশকে জানাবেন না, বিদেশী শক্তি যুদ্ধ করতে পারে , এত যুদ্ধ অলরেডি হয়ে চলেছে জগতে ।

তাই ওরাও চুপ । আরো বড় অ্যাটাক বন্ধ করার জন্য ।

ইতিহাস বিজেপী/আর এস এস কে ভুলে যাবে । রাবণের নাম তাও লেখা আছে কিন্তু এরা ভ্যানিশ হয়ে যাবে । এদের নাম উচ্চারণেও

পাপ নয় মহাপাপ হবে । নরকে পতিত হবে মানুষ এবার থেকে । কাজেই সাবধান !

কিছু তান্ত্রিক নিষিদ্ধ শক্তিকে জাগিয়ে এই শয়তানি করে চলেছে ।

আর কুতপার শয়তানি থামছে না । তার আরেক কারণ ওর গুরুদেন নিগমানন্দ । তার পুরো পিতৃলোক ধবংস হয়ে যাবে ও লোকটি এক্সপোজ হবে ও সারস্বত মঠের বজ্জাতির কথা বার হবে লোকসমক্ষে ।

আমার অনেক আগের এক জন্মের বাবা ও মা রাণা সঙ্ঘ ও মহারাণী কর্ণাবতী যাঁরা এখন শনিদেব ও মাতঙ্গী মহাবিদ্যা রূপে আছেন ওনারা মহর্ষি রমণের আশ্রমে গিয়ে আমার জন্য প্রার্থণা করে আসেন । সুক্ষ্ম শরীর নিয়ে । তাঁদের সেই জনমে আমি ছিলাম কন্যা জিজি । জিজাবাঈ । এখনও তাঁরা তাঁদের মেয়ের জন্য প্রার্থণা করেন মহর্ষির কাছে । ওয়ান্স পেরেন্ট

অলওয়েজ পেরেন্ট । তাইনা ? আর মা ও বাবা সবসময় সন্তানের মঙ্গল কামনাই করে থাকেন । আর সেটা নি:স্বার্থই হয় সাধারণত ।

এখন হল শনিদেবের সময় তাই সবাই সাজা পাচ্ছে । কারণ এখন শনিদেব জ্যোতিষ মতে কুম্ভরাশিতে আছেন । এই সময় জাজমেন্ট টাইম । পচুর বদলের সময় । নব নব বস্তু আসার সময় ও পুরাতণ সরে যাবার সময় ।

যেমন মক্কা মদিনাতে উগ্রপন্থী বানানো হয় তাই ওটি উঠে যেতে পারে । সোজা শনিদেবের রে পড়বে ওখানে । প্রফেট মহোম্মদ মোক্ষপ্রাপ্ত সন্ত না হওয়াতে এই ধর্ম গুরুর সমাধিতে একটা সময়ের পরে শক্তি ক্ষয় হতে শুরু হয় । কারণ একমাত্র সেল্ফ রিয়েলাইজড্ সন্ত ব্যাতীত আর কারো সমাধি এটার্নাল এনার্জি বিচ্ছুরণ করতে সক্ষম নয় । সমস্ত দেবদেবী , সন্তদের একটা সময় পরে শক্তি ক্ষয় হয়ে যায় । একমাত্র সুপ্রিম বিং বা

গডহেডকে রিয়েলাইজ করলে তাঁদের সমাধিতে মহাশক্তির স্ফুরণ হয় এবং তা যুগযুগান্ত থেকে যায়। যেমন বুদ্ধ , মহাবীর , যিসাস্ ইত্যাদি। তবে এমন নয় যে কোনো মুসলিম সন্তই সেল্ফ রিয়েলাইজড্ নন। অনেকেই এই ধর্ম পথে পরম পুরুষকে জেনে ফেলেছেন। ধর্ম একটা সোপান। যিনি সোপান সৃষ্টি করছেন তিনি নিজে আলোর দিকে না গেলেও অন্য কেউ সেই সিঁড়ি বেয়ে উজ্জ্বল আলোর পানে গিয়ে মালায় শোভিত হতেই পারেন। প্রফেট মহোম্মদ ও ইমাম আলি ও হাসান/হোসেন খুবই উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন কিন্তু সেল্ফকে রিয়েলাইজ করেন নি।

কারণ লজিক হল যাঁরা সুপ্রিম গডহেডকে রিয়েলাইজ করেন বা অরিহন্ত/বুদ্ধা/ক্রাইস্ট কনশাস্ হন তাঁরা কসমসের একদম উচ্চাসনে বসেন। তাঁদের শক্তি এতই উন্নত হয় যে মহোম্মদ যেই মিশনে আসেন সেইসব

নোমাডিক জাতির সোলের সাথে এনার্জি এনট্যাঙ্গেল করলে তারা ধবংস হয়ে যেতে পারতো । তাই সেই লেভেলের সাধকেরা ওখানে জনম নেননি । এটা দম্ভ এর ব্যাপার নয় । বিশ্বে সবকিছুই প্রয়োজনে হয় । সবাই হাই গ্রেড স্পিরিচুয়াল লিডারদের নিকটে যেতে সক্ষম নয় কারণ তাতে লাভের থেকে ক্ষতির সম্ভবনা বেশি । তার কারণ আমাদের সবার তো বাসনা ও চাহিদা থাকে । এবার কোনো উচ্চস্তরের আত্মা এসে যদি বলেন কাল সব ত্যাগ করে কসমসের উচ্চাসনে উঠে বসো বা বসতেই হবে তাহলে আমরা কি আর তাঁর কাছে যাবো না আমাদের ভালো লাগবে ?

তাই যেখানে যেমন টিচার ও প্রিচার দরকার সেরকম সাধকের বা দেবতার প্রজেকশান হয় । আর উনি ছিলেন ভগবান বিষ্ণুর এক অবতার । কাজেই এখন ওনার শক্তি ক্ষয় হবার পরেই ইজরায়েল এমন বিধবংসী আক্রমণ

করছে গাজাতে আর মক্কা মদিনাতে খ্রিস্টরা আরো ধবংসের কাজ করতে রত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুদের টেররিস্ট বানাচ্ছে ওরা। বলছে এমন করলে জন্নৎ হাসিল হবে। সৌদি রাজপরিবারের ওপরে চাপ দিয়ে এগুলি করছে ওরা। তাই ১৫ই অগাস্ট ভগবান বিষ্ণুর আরেক অবতার কৃষ্ণ এর জন্মতিথির (ঋষি অরবিন্দ) সময় এমন কিছু হবে যাতে এসব ধবংসাত্মক কাজ বন্ধ হয়। কারণ এও সিম্পেল ফিজিক্স। ভগবান বিষ্ণুর এক এনার্জিকে সরিয়ে দেবে আরেক এনার্জি দিয়ে।

কারণ ওখানে প্রফেটের এনার্জিকে নিয়ে এরা নষ্টামি করছে। তাই ঐ ধর্মের যে নাম হয়েছে ও কাজ হচ্ছে নাম দিয়ে তাকে আরেক ভগবান বিষ্ণুর অবতারের এনার্জি সরিয়ে দেবেন এসে। শিব ঠাকুরের শক্তি আসবে না কোনো। বা যিশুর শক্তি। কারণ যিশুও শিবের অবতার।

এনাদের শক্তির ধরণ আলাদা। বিষ্ণু পালক ও শিব সংহারে দেবতা। এতে ৫০ লাখ মুসলিম মানুষ একদিনে মারা যাবে মক্কা মদিনাতে ও দুনিয়া দেখবে যে নিরীহ মানুষকে মারলে ধর্মের নামে ভগবান এত ক্ষেপে যান যে দরকার হলে ধর্মকেও উঠিয়ে দিতে পারেন।

মোক্ষ প্রাপ্ত সন্তরা মনের তীব্রতা কমিয়ে দিতে পারেন ও শান্তি নিয়ে আসতে পারেন। তাঁদের বাণী , ছবি ও সৎ সঙ্গ মনকে শান্তির পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করে ও তা চিরতরে।

তাঁদের সান্নিধ্যে মানুষ বহু জন্ম টপকে মোক্ষ পেতেও সক্ষম। যেমন রমণ মহর্ষির মা তাঁর বহু জন্ম বাদ দিয়ে মোক্ষ পেয়েছিলেন মৃত্যুর সময় , ভগবানের কৃপায়। যাকে বলা হয় বিদেহী মুক্তি। তাই তাঁদের সঙ্গ করা ও সেবা করা খুবই ভালো জিনিস। উত্তরণ হয়ে যায় ও সমস্ত বাসনা মিটে গিয়ে মন শান্ত হয়ে আসে। তবে দুর্বুদ্ধি থাকলে তা মিটবে না বরং সেগুলি

সরিয়ে দেবেন ভগবান ও মনে পরম শান্তির স্পর্শ দেবেন।

এখন অনেক তান্ত্রিক আমাকে রক্ষা করছেন। যেমন মহাকালেশ্বরের কিছু বাবা , শ্যামাক্ষ্যাপা বাবা , চার্চ অফ্ সাতানের হাই প্রিস্ট , কিছু অন্য সাতানিক চার্চের হাই প্রিস্টগণ ও কিছু পিশাচকূল। কারণ তাঁরা ভগবানের হয়ে কাজ করছেন এখন।

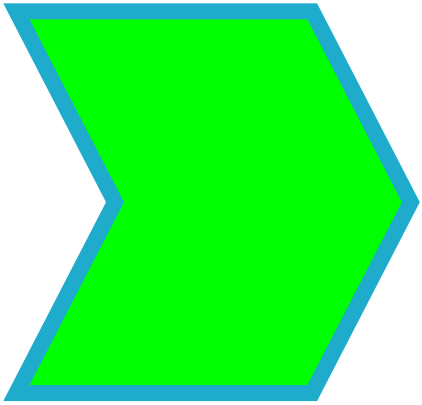

আয়াতোলা খোমেইনি অস্ট্রেলিয়াতে আক্রমণের প্ল্যান করছে। ওর দুই স্যাঙাৎ হল নিলোফর সেলেশিয়ান এক পাগলের ডাক্তার ও কুইন্সল্যান্ডের এক্স- প্রিমিয়ার অ্যানাসটেশিয়ার বয়ফ্রেন্ড রেজা আবিদ এক পেটের সার্জেন। এই দুই শয়তান মিলে এখান ঘন আক্রমণ করার ছক্ কষছে। কিছুদিন আগে এক পাদ্রী আক্রান্ত হয়। সেও এদেরই কীর্তি। তারপর ওখানে রায়টের মত হয় সব এদের করানো। ঐ রেজা আবিদ ও নিলোফার এর পেছনে আছে। এদের বিদেশী ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পে করে ইরান সরকার এই আক্রমণের জন্য। বিদেশী মুদ্রাতে।

আরো আক্রমণের প্ল্যান করছে এরা।

রেজা সেইজন্যে এক্স প্রিমিয়ারকে ডেট করছে। ও সার্জারি কেসে ফেঁসেছে। তুকতাক করে নিয়মিত। অর্গ্যান পাচার করে। নিজের বাসার বেসমেন্টে শয়তানি শক্তি জাগায়।

প্রিমিয়ার এক্সকে ড্রাগস্ দিয়ে সহবাস করে। ওর বাবাকে ও ওকে কালা জাদুর ওষুধ খাইয়ে বশীকরণ করে ফেলেছে।

ওদের প্ল্যান হল এক্সপ্লোসিভ ভর্তি খালি গাড়ি পার্কিং লটে রেখে শনি/রবিবার ব্লাস্ট করা। বড় বড় শপিং মলে। অনাথ শিশুদের দেবে অ্যাপেন্ডিক্স খুলে নিয়ে ওখানে এক্সপ্লোসিভ ভর্তি ডিভাইস বসিয়ে ওদের মলে ঢুকিয়ে ডেটোনেট করে দেওয়া অথবা হেল্প ডগ কে একই উপায়ে ডেটোনেট করা কিংবা এ আই পক্ষীকে মলে বসিয়ে রাখা যা আসলে বোমা।

আয়াতোল্লা খোমেইনি এর আসল মাথা। ওদের রাগ হল ইজরায়েলের ওপরে ও আমেরিকার ওপরে কিন্তু এদের ওরা আক্রমণ করতে অক্ষম তাই ছোট ভাই অস্ট্রেলিয়াকে ধরেছে। এই শান্ত দেশে এখন বিস্ফোট ঘটাতে চায়। সেক্স স্কাম্ নিলোফার সেলেশিয়ান এখানে

বেলকোনেন এ একটি সাইকিয়াট্রিক সেন্টারে বসে। লিনেহাম নাম জায়গার।

খুব শীঘ্রই এরা আক্রমণ করে এই শান্ত দেশে ক্যাটাস্ট্রপ করবার প্ল্যান করছে। রেজা আবিদ অত্যন্ত শয়তান লোক এবং আয়াতোল্লার ডান হাত বলা যায় এই ব্যাপারে। আন্ডার এজ মেয়েদের সাথে শয্যায় যাওয়া ও তাদের ড্রাগ দেওয়ার জন্য ও অনেক দিন ধরেই ইন্টেলিজেন্সের নজরে রয়েছে কিন্তু নিজে কেবল জানেনা।

প্রিয়ংকা চোপড়া হলেন তুষ্টি দেবী ও নিক্ জোনাস্ কুক্‌কে সুব্রাহ্মমনিয়াম। কার্তিক ঠাকুর। এনারা টুইন ফ্লেম। তাই এত মিল এদের। আমি গতজন্মে খুব পসেসিভ ছিলাম। সোলেইমানি সেনাশিবির থেকে বাসায় এলে আমাদের মেয়ে বন্ধুরা দেখা করতে এলে আমি হাঁকিয়ে দিতাম। যে ও তো বাড়ি নেই, ভাগ্ এখন। আর ও আমার পেছনে পেছনে এসে

সেটা দেখে ফেলতো যে আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি ওদের। অর্থাৎ এটা টাইম টেস্টেড্ লাভস্টোরি। আজকাল প্রেম নেই সমাজে। বা খুবই কম তাই গানের কলি হয়ে গিয়েছে ,

তনু ম্যায় লাভ করতা , রে মতলব করতা।

সাহিত্য , কবিতা , সিনেমা তো সমাজের আয়না একভাবে বলা যায়। কিন্তু আমাদের ভালোবাসা কালজয়ী। এরকম আজকাল কমই হয়। ফেরি টেল লাভ বলা যায়। তাই লোকে ভরসা পাবে দেখে আবার প্রেমে পড়তে চাইবে। ভালোবাসা একটি সুন্দর অনুভূতি তাইনা ?

অনেকেই আমাদের দেখে আবার বিয়ে ও প্রেমে বিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন বলে আমাকে ব্যাক্তিগত ভাবে জানিয়েছেন।

এখানে একটি কথা বলে রাখি যে যখন কারো অভিশপ্ত জীবন হয় তখন সেটা থেকে বার হতে অনেক সময় পশু জীবন অথবা পক্ষী

জীবন অথবা অত্যন্ত কম সময়ের জন্য জীবন বেছে নিলে হয়ত তার হাত থেকে বার হওয়া সম্ভব আর অন্য পথ হলো কোনো প্রকৃত গুরুর সান্নিধ্যে আসতে পারা । তখন গুরু সেইসব কুকর্ম কাটিয়ে দিতে সক্ষম ।

আর অনেক মহাবিদ্যাগণ অভিনেত্রী হয়ে জন্ম নিয়েছেন এটা দেখাবার জন্য যে তথাকথিত সাধুরা এখন শয়তান অথচ অভিনেতা/অভিনেত্রীরা উত্তরণের পথে সামিল হয়ে গিয়েছেন । কাজেই বর্তমান যুগে মানুষের আধ্যাত্মকি জীবনের সাথে কর্মের সম্পর্ক নেই । তা মানুষের অন্তরের গভীরে সযত্নে লালিত পালিত হয়ে থাকে । আর তা থেকেই জ্বলে ওঠে পরম জ্যোতির দীপ ।

Ugra Narasimha

Srila Prabhupada

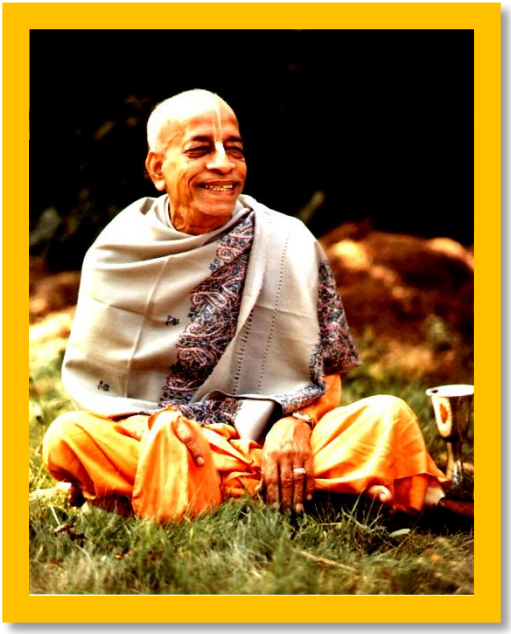

সমাপ্ত